জৌলুষ হারায়নি লাহাবাবুদের দুর্গাপুজোর

সঞ্জীব ঘোষ • গোঘাট

গ্রাম বাংলার অধিকাংশ দুর্গাপুজোর সূচনা করেছিলেন সেই গ্রামের তৎকালীন জমিদাররাই। এই সব পুজোগুলির পিছনে কোনও না কোনও অলৌকিক কাহিনী লুকিয়ে রয়েছে। সেই রকমই অলৌকিক কাহিনীর সাক্ষী আছে হুগলির কামারপুকুরের লাহাবাবুদের দুর্গাপুজোতে। এই এলাকাটি হুগলির একেবারে শেষ প্রান্তে। লাহাবাবুদের জমিদারি পত্তন করেন ধর্মদাস লাহা। ধর্মদাস লাহা একবার চুঁচুড়াতে মোকদ্দমার জন্য যান। তখনকার দিনে যাতায়াতের একমাত্র উপায় ছিল হাঁটা বা পালকি। গাছের নিচে বিশ্রাম ও রাত্রি নিবাসের জন্য বিভিন্ন জায়গায় চটি থাকত। সেরকম একটি চটিতে রাত্রিযাপন করছিলেন ধর্মদাস লাহা। সেই সময় দেবী মূর্তির দর্শন ও স্বপ্নাদেশ পান। দেবী স্বপ্নে বলেন, তুই মামলা জিতে যাবি। বাড়িতে গিয়ে তুই দুর্গাপুজো করবি। তখন ধর্মদাস লাহা বলেন, এই অল্প সময়ের মধ্যে আমি তোমার পুজোর আয়োজন করব কি করে। তখন দেবী নির্দেশ দেন, আমার কাজ আমি করে দেব। তারপর তিনি চুঁচুড়া যান। মোকদ্দমাতে জয়ী হন। জয়ের আনন্দে তিনি সেই স্বপ্নের কথা ভুলে যান। কিন্তু বাড়ি ফিরে এসে দেখেন খানাকুল থেকে মৃৎশিল্পী প্রতিমা গড়ার জন্য আটচালাতে হাজির হয়েছেন। ধর্মদাসবাবুর তখন পূর্বের সেই স্বপ্নের কথা মনে পড়ে যায়। সালটা ছিল ১১৮২ বঙ্গাব্দ। তখন চালাঘরে মা দুর্গার আরাধনা শুরু হয়। পরবর্তীকালে ১২০২ বঙ্গাব্দে সেখানেই একটি দুর্গামন্দির প্রতিষ্ঠা হয়। তার সামনে অবস্থান করছে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাল্যবেলার পাঠশালাটি। তার পাশের দিকে আছে বিষ্ণুমন্দির। ধর্মদাস লাহা পুজোর এই ব্যাপারটাকে নিয়ে মনের মধ্যে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। কেননা দুর্গাপুজোয় বলি প্রথা ছিল। আর তিনি ছিলেন গোঁসাই গুরুদেবের শিষ্য। অতএব বলি কিভাবে হবে এর উপায় বের করার জন্য তিনি তাঁর গুরুদেবের বাড়ি সাতবেড়িয়ার মেমানপুরের দিকে রওনা দেন। কিন্তু যখন পালকি করে ওই জায়গায় পৌঁছান সেই সময় তিনি এক বৃদ্ধা রমণীর দর্শন পান। বৃদ্ধা রমণী তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন বাবা কোথায় যাবে? তখন ধর্মদাসবাবু সবিনয়ে তাঁর মনের কথা বলেন যে, আমি কিভাবে মা দুর্গার সামনে বলি দেব সেই কারণে গুরুদেবের পরামর্শ নিতে যাচ্ছি। তখন ওই রমণী বলেন, মা কি কখনও সন্তানের রক্ত চাইতে পারেন। তবে যা গুরুদেবের কাছে গিয়ে দেখ কি বলছেন। তখন ধর্মদাসবাবু চলে যান। কিন্তু কিছুটা গিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত হন এবং ওই বৃদ্ধা রমণীর সন্ধানে লোক পাঠান। তারপর তিনিও নিজেও বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেন। কিন্তু ওই বৃদ্ধা রমণী অদৃশ্য হয়ে যান। তাই তাঁকে দেখতে পাওয়া যায়নি। আর কেউ তাঁর সন্ধানও দিতে পারেনি। তারপর ধর্মদাসবাবু গুরুদেবের বাড়ি যান। পথ ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে গুরুদেবকে বলেন। সব শুনে গুরুদেব তাঁকে বলেন, মা নিজে তোমাকে দেখা দিয়ে নিজের বিধান দিয়েছেন। তার জন্য আজও লাহাবাবুদের বাড়িতে পুজোতে কোনও বলিপ্রথা নেই। লাহাবাবুদের বাড়িতে পুজোর সূচনা হয় মহালয়ার পরের দিন। অর্থাৎ প্রতিপদে ঘট তোলা হয় এবং চণ্ডীপাঠের মাধ্যমে পুজোর সূচনা হয়। সপ্তমীদিন আরও একটি ঘট ওঠে। সেটি বড় ঘট নামে পরিচিত। পুজো হয় ষড়শী মতে। পুজোর জন্য তন্ত্রধারক ও পুরোহিতগণ লাহাবংশের বস্ত্রপরিধান করেন। প্রতিপদ থেকে বিজয়া পর্যন্ত তাঁরা লাহাবাড়িতে নিরামিশ ভক্ষণ করেন। নবমীদিন পুজোর পর জমিদারের নির্দিষ্ট পুকুর থেকে ধরা মাছ দিয়ে পুরোহিত, তন্ত্রধারক ও গুরুদেবকে আমিষ খাবার দেওয়া হয়। বর্তমানে লাহাবংশের সদস্য সংখ্যা ২৫০জনেরও বেশি। সপ্তমীর দিন থেকে পুরো পরিবার একসাথে খাওয়াদাওয়া করেন। এই দেবী দুর্গার মূর্তি তৈরি করেন মৃৎশিল্পী শ্যামল শীল। প্রতিমা তৈরি করতে মোট ৪৮টি রোজ লাগে। মাটি লাগে ২০ ঝুড়ি। মায়ের মাথায় চুলের জন্য ৩-৪ কেজি সন ল্যাগে। এই পুজোর খরচের জন্য ধর্মদাস লাহা ভবিষ্যতের কথা ভেবে নিজের জমিদারি থেকে কিছু জমি জায়গা দিয়ে যান।

যেমন যিনি ঢাক বাজান, চাষিরা পুজোর আতপ চাল দেন, যাঁরা প্রতিমা বিসর্জন দেন তাঁদেরকে কিছু জমি দান করেন। এই পুজোয় আনুমানিক প্রায় দুই থেকে আড়াই লক্ষ টাকা খরচ হয়। এই পুজোর প্রতিমা ডাকসাজের। প্রতিপদের দিন থেকে শেষ দিন পর্যন্ত এখানে ধারাবাহিকভাবে যাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া নবমীর দিন কুমারী পুজোর রেওয়াজ আছে। সব মিলিয়ে লাহাবাবুদের দুর্গাপুজোর জৌলুষ ধরে রেখেছে বর্তমান প্রজন্ম।

তর্পণ করতে গিয়ে গঙ্গায় ডুবে মৃত দুই

নিজস্ব সংবাদদাতা, শেওড়াফুলি ঃ হুগলির শেওড়াফুলিতে গঙ্গায় তর্পণ করতে গিয়ে নিখোঁজ হল তারকেশ্বরের এক ব্যবসায়ী। নিখোঁজ ব্যবসায়ীর নাম সন্দীপ সাঁতরা (৪৫)। সোমবার তারকেশ্বর থেকে ট্রেনে স্ত্রীকে নিয়ে শেওড়াফুলি গঙ্গার ঘাটে তর্পণ করতে গিয়ে গঙ্গার জলে তলিয়ে যান তিনি। বাড়ি তারকেশ্বর ভঞ্জিপুর এলাকায়। এক ছেলে, এক মেয়ে স্ত্রীকে নিয়ে সংসার ছিল তাঁর। তারকেশ্বর স্টেশন রোডে একটি রেস্টুরেন্ট ছিল সন্দীপবাবুর। সন্দীপবাবুর আত্মীয় নিশীথ দাস বলেন, এদিন ভোর ৬টা ৫৫ মিনিট নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে। পুরোহিতের সঙ্গে কথা বলে আমরা যেটা জানতে পেরেছি, তর্পণ করার জন্য গঙ্গায় নেমে ডুব দিতে গিয়ে হঠাৎ তলিয়ে যান তিনি। চোখের সামনে স্বামীকে ডুবে যেতে দেখে বাঁচানোর জন্য স্ত্রী ঝাঁপ দিতে গেলে অন্যান্যরা তাঁকে বাধা দেন। কর্তব্যরত পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপ দিয়ে খোঁজার চেষ্টা করলেও ভাটার টানে সঙ্গে সঙ্গে নিখোঁজ হয়ে যান তিনি। দীর্ঘ ১৮ বছর ধরে মহালয়ার দিনে স্বামী-স্ত্রী দুজনে তর্পণ করতে আসতেন। নিখোঁজের সন্ধানে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর কর্মীরা তল্লাশি শুরু করেছে। নামানো হয়েছে ডুবুরি। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত সন্ধান পাওয়া যায়নি সন্দীপবাবুর। এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। অন্যদিকে এদিন সকালে উত্তরপাড়ায় গঙ্গায় তর্পণ করতে গিয়ে তলিয়ে গিয়ে মৃত্যু হল এক অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপকের। মৃতের নাম সুবোধ যশ (৬৪)। তিনি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক। কর্মক্ষেত্র থেকে অবসর গ্রহণের পর উত্তরপাড়া-কোতরং পুরসভার বটতলা এলাকার শীতলাতলা লেনে বাড়ি করে স্ত্রীকে নিয়ে থাকতে শুরু করেন। সুবোধবাবুর একমাত্র ছেলে ও বৌমা দিল্লির একটি কলেজে অধ্যাপনা করেন। ঘটনাসূত্রে জানা যায়, সুবোধবাবু প্রত্যেকদিনই নিয়ম করে গঙ্গায় স্নান করতে যেতেন। তিনি নিজে ভালো সাঁতার জানতেন। সোমবার মহালয়া ছিল বলে তিনি সকাল সকাল স্ত্রীকে নিয়ে গঙ্গায় তর্পণ করতে যান। স্ত্রী মন্দিরাদেবী গঙ্গার ঘাটেই দাঁড়িয়েছিলেন। সুবোধবাবু তর্পণ সেরে গঙ্গায় স্নান করতে নামেন। স্ত্রী মন্দিরাদেবী জানান, হঠাৎই তিনি স্বামীকে দেখতে না পেয়ে চিৎকার করে ওঠেন। স্থানীয় ছেলেরা তাঁর চিৎকারে ছুটে এসে গঙ্গায় তল্লাশি শুরু করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় উত্তরপাড়া থানার পুলিশ। স্থানীয়রাই প্রায় দুই ঘন্টা খোঁজাখুঁজির পর জলের তলায় পাথরের খাঁজে আটকে থাকা সুবোধবাবুর দেহ উদ্ধার করে। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য শ্রীরামপুর ওয়ালস্ হাসপাতালে পাঠিয়েছে। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে অনুমান জলের তলায় হার্ট অ্যাটাক হয়ে সুবোধবাবুর মৃত্যু হতে পারে।

সন্দীপ সাঁতরা

সুবোধ যশ

হালদার পুকুরে তর্পণের ভিড়

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ মহালয়ার সকালে দেবীপক্ষের সূচনায় গঙ্গারঘাটে যেমন উপচে পড়া ভিড় সেরকমই লক্ষ্য করা গেল হুগলির গোঘাটের কামারপুকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নামাঙ্কিত হালদারপুকুরে। পিতৃপুরুষদের আত্মার শান্তির জন্য কোশাকুশি হাতে পুরোহিতের সংস্কৃত মন্ত্রের সাথে, তাঁরা মন্ত্র বলে চলেছেন। পূর্ব পুরুষের সন্তুষ্ট করার জন্য এই প্রক্রিয়া, পুরানো রীতিনীতি আজও মেনে চলেছেন গ্রাম বাংলার মানুষরা। বিভিন্ন জায়গায় বাড়ির কাছে নদী বা পুকুরে তর্পন কাজটি তাঁরা সম্পন্ন করে থাকেন।

গঙ্গার ঘাটে তর্পণ করছেন রাজ্যের কৃষি বিপণন মন্ত্রী তপন দাশগুপ্ত।

আর এস এস-এর রুটমার্চ

নিজস্ব সংবাদদাতা, চুঁচুড়া ঃ সোমবার মহালয়ার পুণ্যতিথিতে সারা পশ্চিমবঙ্গের প্রতি প্রান্তে রুটমার্চের মাধ্যমে সুশৃঙ্খলভাবে নিজেদের শক্তি প্রদর্শন করে আর এস এস। রাজ্যের যখন প্রতি প্রান্তে এই কর্মসূচী চলছে তখন এই প্রদর্শনিকে আরও উচ্চমাত্রায় তুলে ধরল হুগলি জেলার আর এস এস কর্মীরা। এদিন সকাল ৮.৩০মিনিটে চুঁচুড়ার কৃষ্ণপুর বাজার মাঠ হইতে প্রায় ৩০০জন কর্মকর্তাদের সঙ্গে নিয়ে হুগলি মোড় হয়ে জিটি রোড ধরে চুঁচুড়া খাদিনামোড় হয়ে সুকান্তনগরের একটি মাঠে এই রুটমার্চ শেষ হয়। ছুটির দিন শহরে এই ধরনের রুটমার্চ মানুষ এই প্রথম দেখে উৎসাহিত হয়ে আর এস এস কর্মকর্তাদের সাথে পয়ে পা মেলাতে থাকেন। অন্যদিকে এদিন বিকালে আর এস এস এর বাল্যযন্ত্রসহকারে একটি মিছিল আরামবাগের বেনেপুকুর থেকে স্টেশন রোড হয়ে পুনরায় বেনেপুকুরে ফিরে আসে।

ভদ্রেশ্বরে ক্লাবের রক্তদান শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, ভদ্রেশ্বর ঃ সোমবার মহালয়ার দিনে হুগলির ভদ্রেশ্বর ইউনাইটেড এ্যাথালেটিক ক্লাবের জন্মদিন পালন করা হয় রক্তদান শিবিরের মাধ্যমে। এদিন এই রক্তদান শিবিরে প্রায় ৫০জন রক্তদান করেন। এদের মধ্যে মহিলা ও মহিলা খেলোয়াড়দের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। এই রক্তদান শিবির প্রসঙ্গে ইউনাইটেড ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শুভেন্দু নিয়োগী ও সদস্য কুনাল সেন জানান, আজ ক্লাবের ৮৬তম জন্মদিন। আজকের দিনে আমাদের ক্লাবের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল খুবই কষ্টের মধ্যে দিয়ে। তাই এই দিনেই প্রতি বৎসর আমরা আমাদের ক্লাবের সদস্যদের নিয়ে ও ক্লাবের খেলোয়াড়দের সঙ্গে নিয়ে রক্তদান শিবির ও প্রীতি ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকি।

তারকেশ্বরে দুঃস্থদের বস্ত্র বিতরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ সোমবার দুর্গা উৎসবকে সামনে রেখে গরিব দুঃস্থ শিশুদের মুখে হাসি ফোটাতে এগিয়ে এলেন হুগলির তারকেশ্বর থানার ওসি অমিত মিত্র। তারকেশ্বর এলাকার বেশ কয়েকটি ইটভাটা শ্রমিক পরিবারের প্রায় ৫০জন শিশুর হাতে তুলে দিলেন নতুন জামা, কাপড়। এতে বেশ খুশি ইটভাটার শিশুরা থেকে শ্রমিক পরিবারের সদস্যরা। অন্যদিকে বিজেপির আরামবাগ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বিমান ঘোষের উদ্যোগে তারকেশ্বর ৩৪নং জেডপির

প্রাক্তন সভাপতি ও বর্তমান জেলার সাংগঠনিক সম্পাদক জগন্নাথ দাসের ব্যবস্থাপনায় জেলার সহসভাপতি মধুসূদন বাগ ও সম্পাদিকা মধুমিতা বেরা প্রমুখের উপস্থিতিতে নারায়ণপুর, ধল্যান, তারকেশ্বরে ৫০জন দুঃস্থ মহিলাকে বস্ত্র বিতরণ করা হয়।

বিষ খেয়ে আত্মঘাতী বৃদ্ধ

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হলেন এক বৃদ্ধ। মৃতের নাম কৃষ্ণপদ মালিক (৬৫)। বাড়ি হুগলির আরামবাগ থানার হরিণখোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরাটী গ্রামে। জানা গেছে, দীর্ঘ চার বছর ধরে কৃষ্ণপদবাবু মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েন। তারই চিকিৎসা চলছিল এতদিন। শুক্রবার সকালে বাড়ির সকলকে আড়াল করে তিনি কীটনাশক খান। বেশ কিছুক্ষণ সময় চলে যাওয়ার পর বাড়ির লোক তা বুঝতে পেরে তাঁকে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন। চিকিৎসা চলাকালীন রবিবার সন্ধ্যায় তাঁর মৃত্যু হয়। স্ত্রী ছাড়াও তাঁর দুই ছেলে বর্তমান।

তৃণমূলের বিজেপি বিরোধী মিছিল

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ দেবীপক্ষের সূচনার দিন বিজেপিকে কড়া বার্তা দিল তৃণমূল নেতৃত্ব। সোমবার হুগলির তারকেশ্বর শহর জুড়ে বিজেপি বিরোধী মিছিল করল তারকেশ্বর টাউন তৃণমূল কংগ্রেস। তারকেশ্বরের রূপকার তথা দাপুটে নেতা উত্তম কুণ্ডুর নেতৃত্বে প্রায় দশ হাজার কর্মী-সমর্থক নিয়ে বিজেপির জনবিরোধী নীতি পেট্রোল, ডিজেলের দাম বৃদ্ধিসহ একাধিক ইস্যু নিয়ে পথে নামে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, বিভাজনের নীতির বিরুদ্ধে স্লোগান তুলে মিছিল তারকেশ্বর শহর প্রদক্ষিণ করল। এদিন মিছিল থেকে আগামী লোকসভা ভোটে বিজেপিকে টক্কর দিতে তৃণমূল যে প্রস্তুত, তারই বার্তা রাখল তারকেশ্বর তৃণমূল কংগ্রেস। উত্তম কুণ্ডু বলেন, আমাদের এই বিজেপি বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে, এই এলাকা মমতা ব্যানার্জী স্বপ্নে গড়া, এখানে কেউ যদি ঝামেলা পাকাতে আসে এক ইঞ্চিও জমি ছেড়ে কথা বলা হবে না।

তারকেশ্বরে দুধপুকুরে তর্পণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ সোমবার মহালয়ার মাধ্যমে পিতৃপক্ষের অবসান ঘটিয়ে দেবীপক্ষের সূচনা হল। ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই ঘাটে ঘাটে শুরু হয় তর্পণ। ভোর থেকেই শুরু হয়েছে পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে জলদান। সেই মতো তারকেশ্বর মন্দির সংলগ্ন দুধপুকুরে ভোর থেকে চলে তর্পণ। এলাকার বহু মানুষ দুধপুকুরে তর্পণের জন্য ভিড় জমান।

৩৫৭০জন দুঃস্থকে মিশনের পক্ষ থেকে বস্ত্রদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ দুর্গাপুজোর আগেই দুঃস্থ মানুষদের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়, যাতে পুজোর দিনগুলি তাঁরা নতুন বস্ত্র পরে পুজোর আনন্দ উপভোগ করতে পারেন। সেই কারণে হুগলির কামারপুকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের জন্মভিটে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের উদ্যোগে তিনদিন ধরে প্রায় ৩৫৭০জনকে বস্ত্র বিতরণের আয়োজন করা হয়েছে। গোঘাটের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দেওয়ার জন্য প্রতি

বছরের ন্যায় এবছরও এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। দূরদূরান্ত থেকে মানুষ কামারপুকুর মঠ প্রাঙ্গণে হাজির হয়েছেন নতুন বস্ত্র নেওয়ার জন্য। কামারপুকুর মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী লোকোত্তরানন্দজী মহারাজ বলেন, আজ মহালয়ার পূণ্যতিথিতে বস্ত্রদান করছি। আগামী কাল স্বামী অখণ্ডানন্দের জন্মদিন উপলক্ষ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হবে। কারণ স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশে সারগাছিয়া রামকৃষ্ণ মিশনে প্রথম বস্ত্র বিতরণ করা হয়েছিল। আমরা তিনদিন ধরে নতুন বস্ত্র বিতরণের কর্মসূচী নিয়েছি। এছাড়াও ৬০০জন ছাত্রছাত্রীদের হাতে পেন, খাতা, পেন্সিল তুলে দেওয়া হবে। এবছর ঠাকুরের আশীর্বাদে ৩৫৭০জনকে জামা, কাপড়, ধুতি, লুঙ্গি, বাচ্চা ছেলেমেয়েদের জামা, কাপড়ের ব্যবস্থা করেছি। এই বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে কামারপুকুর মঠের প্রবীণ সাধু ও ব্রহ্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন দুঃস্থ মানুষদেব নতুন বস্ত্র তুলে দেওয়ার জন্য।

বাসকর্মীদের পুজোর বোনাস

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ সোমবার তৃণমূল কংগ্রেসের আরামবাগ মহকুমা বাস ড্রাইভার ও হেল্পার ওয়ার্কাস ইউনিয়নের তরফ থেকে মোট ১৫০০জন হেল্পার, কনড্রাক্টর, ড্রাইভারকে দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে বোনাস দেওয়ার কাজ শুরু হল। এখানে উপস্থিত ছিলেন আরামবাগ পৌরপ্রধান স্বপন নন্দী। এই ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক সেখ সফিকুল ইসলাম (মেজকা) তিনি জানান, প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও বাস মালিকদের সহযোগিতায় ৩০০ জন ড্রাইভারকে ২১০০ টাকা করে, ৬০০জন কনড্রাক্টরকে ১৮০০ টাকা করে এবং ৬০০জন হেল্পারকে ১৬০০টাকা করে পুজোর বোনাস হিসাবে দেওয়া হয়েছে। আমরা সোমবার থেকে শুক্রবারের মধ্যে সমস্ত কর্মীদের বোনাস দেওয়ার কাজ শেষ করব।

হুগলির আরামবাগের দ্বারকেশ্বর নদে তর্পণ করছেন আরামবাগ পৌরপ্রধান স্বপন নন্দী। ছবিটি তুলেছেন অভিজিৎ মুখার্জী

প্রদ্যোৎ নন্দী স্মৃতি সংঘের ৪০ ফুটের দুর্গা

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি ঃ হুগলির কেওটা খাঁ পুকুর প্রদ্যোৎ নন্দী স্মৃতি সংঘের এবারে ৩৮তম বর্ষে দুর্গা পুজোয় অন্যতম চমক হুগলি জেলার সর্বোচ্চ মাটির প্রতিমা। এবিষয়ে বারোয়ারির সদস্য প্রলয় প্রামাণিক বলেন, এলাকার তথা জেলার অন্যান্য পুজোগুলোর সাথে পাল্লা দিতে তাঁরা এই রকম থিম বেছে নিয়েছেন। তাঁর দাবি, মণ্ডপ এক পুজোর সঙ্গে অন্য পুজোয় কোথাও না কোথাও মিলে যায়। তাই তাঁরা মণ্ডপের দিকে না গিয়ে প্রতিমায় চমক এনেছেন। তিনি বলেন, অন্যান্য বহু জায়গায় বড় ঠাকুর করা হলেও মাটির এত বড় প্রতিমা এই প্রথম। চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী প্রতিমার চেয়েও এই

ঠাকুর লম্বায় বড়। রথের দিন খুঁটি পুজো দিয়ে কাজ শুরু হলেও ঠাকুর তৈরির কাজ শুরু হয় আগস্ট মাসের ১৬ তারিখ থেকে। মৃৎশিল্পীদের থেকে জানা গেছে, এই ৪০ ফুটের দুর্গা প্রতিমা বানাতে ব্যবহার করা হয়েছে প্রায় ১০ কাহন খড়, ১০০ বস্তা মাটি, ১৮০টি বাঁশ, ৬০টি কাপড় ও ১০০ বান্ডিল সুতলি দড়ি। তাঁরা আরও জানান, মাকে সোনালী রঙের ডাকের সাজে সাজানো হবে। অন্যদিকে বারোয়ারির অপর সদস্য সুদীপ্ত ভট্টাচার্য বলেন, চতুর্থীর দিন পুজোর উদ্বোধনে হাজির থাকবেন স্থানীয় বিধায়ক, সাংসদ, মন্ত্রীদের পাশাপাশি অভিনয় জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। তিনি আরও বলেন, তাঁদের এবারের পুজোর বাজেট প্রায় ৭ লক্ষ টাকা। পাশাপাশি তাঁর দাবি, এবারে তাঁদের ঠাকুরের মতো বিসর্জনেও থাকবে চমক। এত বড় ঠাকুর নিয়ে গিয়ে বিসর্জন দেওয়া খুবই অসুবিধাজনক। তাই দমকলের সাহায্যে ঠাকুর ধুয়ে দেওয়া হবে। আর মণ্ডপের পাশেই পুকুর থাকায় কোনও অসুবিধা হবে না।

বেড়াতে আসুন কামারপুকুরে

কামারপুকুর মঠের মেইন গেটের পাশে থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে

যোগাযোগ ঃ বাসুদেব লজ, কামারপুকুর

ফোন ঃ ৯৭৩৩৫৯৫৬৬৯

ফোন- ০৩২১১-২৫৬৯৫০/মোঃ ৯৭৩২৮৪৩৬৭৭

নিরোগ ডায়াগ্নস্টিক

আরামবাগ(কোর্ট রোড), হুগলী

•সিটি স্ক্যান •ডিজিট্যাল এক্সরে •আল্ট্রাসোনোগ্রাফি •কালার ডপলার •ইকোকার্ডিগ্রাফী •প্যাথলজি •এফ.এন.এ.সি. •ই এম জি এন সি ভি •বায়োপ্সি •ই.ই.জি. •ই.সি.জি

Dr. Nischay R,
M.D. D.M.

প্রতি ইং মাসের প্রথম ও তৃতীয় রবিবার এন্ডোসকপি ও কোলোনসকপি করা হবে।